একটি মেলার বর্ণনা - বইমেলা : ক্লাস ৬

(উভ ১এনডি)

মেলা কথার অর্থ মিলন ক্ষেত্র। উৎসবের আনন্দে বহু লোক যেখানে মিলিত হয় তাকেই বলে মেলা। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতায় যে সব খুশির বাঁশি বাজে না তা মেলার আনন্দে বেজে ওঠে। আজকাল মেলার ধরণ অনেক বদলে গেছে। মেলা কেবল আর রথের মেলা, স্নান যাত্রার মেলাতে আটকে নেই, আজকাল অনেক নতুন ধরণের মেলা বসছে মানুষকে নতুন করে আকৃষ্ট করছে যেমন - বইমেলা, কৃষিমেলা, হস্তশিল্পমেলা প্রভৃতি।

প্রত্যেক বারের মতো এবারো মিলন মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শীতের এক অন্যতম আকর্ষণ বইমেলা। প্রায় সব শিক্ষার্থী নতুন বই কেনার একটা আলাদা ইচ্ছা অনুভব করে। পড়ুক না পড়ুক, শিখুক না শিখুক, নতুন বইএর এক বিশেষ গন্ধ তার মনে একটা মুগ্ধতা আনেই। এই বইমেলায় ঢুকতে গেলে দিতে হয় প্রবেশ মূল্য। ইদানিং অবশ্য দিতে হয় না। মেলার প্রবেশ পথেই পাওয়া যায় বইমেলার ম্যাপ যা দেখে পছন্দ মতো স্টলে ঘুরে বেড়ানো যায়। স্টলে দেখা যায় বহু বই। আনন্দ পাবলিশার্স, মিত্র ও ঘোষ, কথা ও কাহিনী, শিশু সাহিত্য সংসদ, দেজ পাবলিশার্স, দোয়েল-এর মতো আরো বহু নাম করা প্রকাশনীর বইয়ের সম্ভার একসাথে পেয়ে খুশি হয় বইপোকারা। কিশোর-কিশোরীরা এই বইমেলায় খোঁজে রহস্য-রোমাঞ্চের বই, রন্ধনপ্রিয় মহিলারা খোঁজেন ভালো রান্নার বই। সেলাইয়ে নিপুণারা খোঁজেন সেলাইয়ের আধুনিক বই। ঠাকুমা-দিদিমারা খোঁজেন কাশিদাসি মহাভারত, ঠাকুরদা-দাদুরা চান বঙ্কিম উপন্যাস। এ ছাড়াও মেলার একদিকে থাকে লিটিল্ ম্যাগাজিনের স্টলগুলো, যেখানে বহু নতুন কবি সাহিত্যিককে দেখা যায়। বইমেলায় পুরনো থেকে আধুনিক কবিতা বা উপন্যাস - সবই পাওয়া যায়।

বেশ কয়েক বছর যাবত এই বইমেলায় প্রায় দুর্গা পূজার মতো ভিড় হয়। যখন শেষ হয় তখন দর্শনার্থীরা বিষন্ন মনে বলে ‘আবার এসো হে’। বইমেলায় একটি করে থিম্ প্যাভেলিয়ান থাকে। যেমন এক বছরের থিম্ ছিল ‘ইতালি’। বইমেলা এখন সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। তাই গুটিকতক বড়ো বড়ো শহরেই আর এই মেলা সীমাবদ্ধ নেই। এই মেলাকে যদি আরো ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ আরো বাড়বে।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪